ছোকরাদের কথায় তেজ আছে—যতসব জোটেও আমার কপালে! গ্যাদারিং মাই—ফোরহেড!

চুমকি। আমার অভিনয় তোমার কেমন লাগছে সান্যালদা?...

[অতএব রাগ দেখায়—চুমকি প্রসঙ্গ ঘোরায়। এই অবস্থায় ইত্যাদির প্রবেশ।]

কাকু এসো, ছাখোনা কেউ আসেনি—কী করে যে নাটকটা হবে?

ইত্যাদি। এই হয় চুমকি, এমনি করেই রস ট'কে যায়!

অতএব। আমি বলি কি এতটা বেয়াদপি সহ্য করা উচিত নয়—মাচ্ নট্ শুড্ টলারেট।

ইত্যাদি। শেষ সময়ে ওদের ক্ষেপিয়ে লাভ নেই। ছাখোনি, এক একটার মেজাজ কেমন সিঙ্গাড়া মার্কা—

[উত্তমবাক দ্রুত প্রবেশ করে]

উত্তমবাক। ছাখো অতএবদা, আমার সামান্য কথা আজ তোমাকে শুনতেই হবে।

[হঠাৎ পিছনে পিছনে আসে]

হঠাৎ। কোন কথা নয়, চুমকিদেবী আপনি উঠুন।

উত্তমবাক। তাহলে আমার প্রতিবাদ মাঠে মারা যাবে? আমি কি একটা—

হঠাৎ। যাচ্ছেতাই। তুমি বসে পড়ো।

অতএব। না—তুমি ওঠো।

উত্তমবাক। উঠ্ বোস্ করতে হবে নাকি?

অতএব। না। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য হবে। থ্রী এ্যাক্ট অফ লাস্ট



সিন। (ইত্যাদিকে) আপনি খুব আস্তে প্রম্প্ট্ করবেন, ভেরি শ্লো প্রম্প্ট্। দেখি, কেমন মুখস্থ হয়েছে।

[উত্তম, হঠাৎ, চুমকি সামনে এগিয়ে যায়। উত্তম হঠাৎ-এর পায়ের তলায় বসে]

উত্তমবাক। আমার প্রাপ্য মিটিয়ে দিন জাঁহাপনা।

হঠাৎ। তোর সাহস তো কম নয় বকোদর, তুই বিশ্ববিজয়ী ঔরঙ্জীবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার চাইছিস? জানিস—এই মুহূর্তে তোকে আমি উত্তপ্ত লৌহকটাহে নিক্ষেপ করতে পারি!

উত্তমবাক। সেকি কথা আজ্ঞে! রাজকুমারীকে আপনার কাছে ফেলে দিলুম শুধু টাকার জন্যে জনাব!

হঠাৎ। বলেছি যখন, তখন কোনভাবেই তুই তোর প্রাপ্য ওয়াশিল্ করতে পারবি না।

উত্তমবাক। আমি কি তবে ভুল করলাম!

চুমকি। নিশ্চয় ভুল করেছো বকোদর, তুমি তোমার প্রভুর সঙ্গে নেমকহারামি করেছো।

উত্তমবাক। আমাকে তুমি ক্ষমা করো রাজকুমারী।

চুমকি। তোর কত টাকার দরকার ছিল বকোদর—আমার কাছে চাইলি না কেন—ছি ছি এ-তুই কী করলি বকোদর?

উত্তমবাক। আচ্ছা—আমিও এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবো।

হঠাৎ। যা-যা পথের কুকুর। (লাথি মারে) তোর সমস্ত পিতৃ-কুলকে আমন্ত্রণ কর—যদি তাদের হিম্মৎ থাকে, তবে রাজকুমারী দোলাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাক্।

উত্তমবাক। তুমি আমাকে সত্যি সত্যি লাথি মারলে হঠাৎ?

হঠাৎ। আঃ—টেম্পো নষ্ট করে দিও না। এসো সুন্দরী, তোমার ধোঁয়াবরণ চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিয়ে, ওই সীতাভোগের মত হাসি নিয়ে আমার কাছে এসো।...ধুঃর, গোটা নাটকে কিসব সীতাভোগ রাজভোগ ঢুকিয়ে রেখেছো বুঝতে পারি না। ঔরঙ্‌জেবের কথা থেকে ভোগগুলো বাদ দিতে পারতে।

অতএব। বাবা হঠাৎ—তুমি তোমার নিজের মত করেই বলো, দেখি, কেমন শুনতে লাগে! টেল্‌ ইওর লাইক্‌।

হঠাৎ। তাহলে শোন।...আও মেরী জান, হিন্দোস্তানের বুলবুল।

উত্তমবাক। হচ্ছে না—হচ্ছে না—এইরকম করে বল। আঃও মেরী জান—হিঃ-হিন্দোস্তানের বুলবুল—

অতএব। এই যে বুলবুল—কি হচ্ছে কী—হু দি ডিরেক্টার?

উত্তমবাক। ইউ দি ডিরেক্টার।...চালাও বাবা।

হঠাৎ। তোমার ঐ দিল জখম করা চাহনি দিয়ে আমার পাষাণ কলিজায় যে আগ্‌ তুমি লাগিয়েছো তাকে মিটিয়ে দাও—

চুমকি। দ্যাখো ঔরঙ্‌জীব—তুমি মুসলমান আমি হিন্দু—সমাজ কি বলবে?

হঠাৎ। আর নবাব সিরাজদ্দৌলা বুঝি গোঁড়া হিন্দু?...আও নওজোয়ানী আমার পিয়াস মিটিয়ে দাও।

অতএব। ঠিক হচ্ছে না—কথা কেটে যাচ্ছে।

অতএব। নট্‌ রাইট্‌ স্পিচ্‌ কাটিং। তার চেয়ে বইয়ের কথা বলো। টেল্‌ বুক্‌ ডায়লগ্‌।

হঠাৎ। এসো, এগিয়ে এসো।



চুমকি। এ কি, ঔরঙ্‌জীব! তুমি কোন দিনই তো এরকম জিলিপির মত ছিলে না! তবে কেন তোমার এই অপচেষ্টা! না-না, তোমার ওই দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও শয়তান।...পৃথিবীর লোক তোমাকে ভাবে তুমি মহান—তোমাকে জানে—

হঠাৎ। দুনিয়ার লোক আমাকে কে কি জানে—তার বিচার পরে হবে—এখন ধরা দাও...কেউ নেই তোমাকে উদ্ধার করে!

আনন্দবাজার। কেউ না থাক—আমি আছি।

হঠাৎ। কে-এ, সিরাজ?

আনন্দবাজার। হ্যাঁ, তোমার যম। আমি মাত্র এই কয়েকদিন গেছি কালীঘাট থেকে দস্যুদের হটিয়ে দিতে, আর সেই ফাঁকে তুমি তোমার জাল ফেলেছো! দোলাকে মুক্ত করে দাও।

হঠাৎ। মুক্ত? অসম্ভব। ঔরঙ্‌জীব কখনো কারও প্রভুত্ব স্বীকার করেনি—সে একাই এই মহান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।...সাহস থাকে এগিয়ে এসে আমার মোকাবিলা কর—হিস্‌স্‌—[ মাইমে তলোয়ার খোলে ]

আনন্দবাজার। ( মাইমে রিভলবার উঁচিয়ে ধরে। ) সাবধান দস্যু, আর এক পাও অগ্রসর হলে আমার রিভলবারের একটি গুলিতে তোর জীবনপাখি গরম কড়ায় এক বিন্দু তেলের মত উধাও হয়ে যাবে।

চুমকি। শয়তানকে হত্যা কর সিরাজ।

আনন্দবাজার। না, ওর রক্তে আর এ স্থান কলঙ্কিত করবো না। যা শয়তান, ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করার সাহস করিস না।

হঠাৎ। আচ্ছা—। কিন্তু মনে থাকে যেন সিরাজ, এমন দিন তোমার

চিরকাল থাকবে না। এমন একদিন আসবে যেদিন তোমাকে ওই সিংহাসন থেকে টেনে নামিয়ে আনবো প্রকাশ্য রাজপথে। তারপর তোমার ওই মুণ্ডুটাকে কর্তন ক'রে ক্ষুধার্ত কুকুর দিয়ে খাওয়াবো—

আনন্দবাজার। যাঃ যাঃ—

চুমকি। সিরা-জ!

[খলনায়কের কবল থেকে নায়িকা মুক্ত হয়ে দৌড়ে নায়কের বুকে আছড়ে পড়ে।]

আনন্দবাজার। ভয় কি রাজকুমারী, আমি তোমাকে এক্ষুনি অনেক-দূরে নিয়ে চলে যাব, বাইরে সাইকেল রিক্সা প্রস্তুত।

অতএব। সবই হোল, ভালোই হোল—অল্ ডান্ গুড্ ডান্—কিন্তু চুমকি—তুমি অত জোরে গিয়ে বুকের ওপর আছড়ে পড়বে না —নট্ ফল্ হেভি চেস্ট্।

আনন্দবাজার। কেন, উনি তো ন্যাচারাল্ করার চেষ্টা করেছেন!

অতএব। তাতে কোন সন্দেহ নেই—দ্যাট্ নো ডাউট্—বাট্—। অত মাইল বেগে একজন যুবকের ওপর একজন যুবতী হুমড়ি খেয়ে পড়লে অসুবিধে আছে—হ্যাজ ডিসএ্যাডভ্যান্টেজ।

আনন্দবাজার। অসুবিধেটা কোথায় বুঝতে পারছি না।

অতএব। ওরে বাবা—দর্শকদের। যুবকদের বুকে ব্যথা লাগবে আর যুবতীদের হৃদয়ে কম্পন শুরু হবে—হার্ট উইল্ প্যালপিটিশন।

আনন্দবাজার। তা হলেই বা।

হঠাৎ। না—তা হয় না। ডিরেক্টারের কথার ওপর কথা বোলো না। বলো দাদা—আমার কাজকর্ম কেমন লাগছে?





উত্তমবাক। উত্তরটা পরে দেবে।···আচ্ছা দাদা, এই যে বু-বু—

আনন্দবাজার। বুকে বাবা।

উত্তমবাক। হ্যাঁ বুকে পড়ার দৃশ্যটায় কী সিম্বল রাখবে?

অতএব। একটা টেবিলে দুটো খাঁচা থাকবে—ট্যু কেজ্ অন্ টেবিল। একটার ভিতরে দুটো পাখি ছটফট করবে। আর একটা বন্ধ খাঁচার বাইরে দুটো পাখি ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে বসে থাকবে—উইল্ সিট্ ডাউন লিপ্ টু লিপ্।

ইত্যাদি। এখানে আমার একটা কথা বলার আছে। তোমার ঐ সিম্বলটা বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। আমি বলি কি, টেবিলের এক-ধারে থাক একটা মড়ার খুলি, আর একধারে থাক্ দশ কেজি ওজনের বার্মিজ রাজভোগ।

উত্তমবাক। কিন্তু তাতে যে অনেক খরচ।

ইত্যাদি। তাতে কী হয়েছে? আরে বাবা—খরচ তো আমার হবে। এরকম করলে সিম্বলেরও কাজ হবে, আর আমার দোকানের প্রচারও হবে—তাছাড়া দর্শকদের বোঝাতে কষ্ট হবে না।

উত্তমবাক। কিন্তু স্টেজের ওপর সাত আটশো রস গড়িয়ে পড়বে যে!

ইত্যাদি। পড়লেই বা। তবেই তো নাটকীয় রস জমে উঠবে।

অতএব। ওয়েল্—আজ এই পর্যন্তই থাক্। আমাকে আবার একটু মদ্যনিবারিণী ক্লাবে যেতে হবে।···তোমরা সবাই যাও, আমাদের একটু প্রাইভেট কথা আছে।···

[একে একে সবাই বেরিয়ে যাবে। পিছনে ইত্যাদিও। অতএব তাকে ধ'রে ফেলে।]

আপনি যাচ্ছেন কোথায়? আমার পরিচালনা আপনার পছন্দ

হচ্ছে তো ? লাইকিং মাই ডিরেকসন ? ··তবু তো আলো এবং সংগীত সব বাকী। লাইট এ্যাণ্ড মিউজিক অল ডিউ।···কিরকম হবে একবার ভাবুন তো ?

ইত্যাদি। আহা—আহা। আমাকে একবার দাঁড় করিয়ে দিন দাদা—গলির মোড় থেকে মিষ্টির দোকানটা তুলে দিই। এই দোকানটার জন্যেই মশাই নাটক পড়ার···নাটক দেখার কোন সুযোগই পাই না—সেই কবে যে মায়ের কোলে চেপে ছুটো যাত্রা দেখেছিলাম, মনেই পড়ে না।

অতএব। আরে ভাই, আমিই কি আর ওসব দেখাশোনার সময় পাই—শুধু এ-ক্লাব সে-ক্লাব ছুটতে হয় ডিরেকসন দিতে—অন্‌লি দিস্ ক্লাব এ্যাণ্ড ছাট ক্লাব রাণিং ডিরেকসন্।

ইত্যাদি। ছাড়ুন তো ওসব। কার নাটকই বা দেখবেন ! আমাদের থেকে ভালো কেউ করলে—তবে তো—

অতএব। আজকাল সব দলই এই শ্লোগান দিচ্ছে—তারা ছাড়া কেউ ভালো নাটক করতে পারে না—অন্য দলের নাটক দেখবার নেই—কারো কাছে কিছু শেখবার নেই—তারাই সংস্কৃতির সোল এজেন্ট। এসব আপনি জেনে ফেলেছেন ! লেগে থাকুন—আপনার হবে।

ইত্যাদি। বলছেন ? চলুন ছানার জিলিপি খাবেন চলুন।

অতএব। কী শোনালেন ! দিনে পোনা রাতে ছানা আমি খুবই প্রেফার করি। কেন বলুন তো ?

ইত্যাদি। কেন বলুন তো ?

অতএব। ওর যে প্যাঁচে প্যাঁচে রস—

[ আলো নেভে ]



## গোরুরগাড়ির হেডলাইট

● সপ্তম দৃশ্য ●

[ স্বাবলম্বীর ঘর। ]

[ উত্তম, হঠাৎ, চন্দ্রবদন, আনন্দ, রোমিও—সবাই বসে। ]

উত্তমবাক। মিস্টার ঘোষ আমাদের এ সময়ে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন বলতে পারেন ?

চন্দ্রবদন। চুমকির গোত্রান্তর ব্যাপারে বাক্যাদি সমাধা করিবেন—অভিজ্ঞতা তাহাই বলিতেছে।

উত্তমবাক। চুমকির বিয়েতে উনি কি করবেন ? উনি কি গার্জেন ? এটা কি বিবাহ বাসর !

হঠাৎ। নাইবা হলো বিবাহ বাসর, এখানে নাইবা জ্বললো ঝাড়লণ্ঠন —নাইবা বাজলো বাঁশী—নাইবা ফুটলো ফুল—কিন্তু এখানেই সম্পন্ন হতে পারে পরম লগ্নের চরম অভিলাষ।

উত্তমবাক। কী জঘন্য কথা বলে তার ঠিক নেই। এটা কি, দেখছো ?

হঠাৎ। একটা ফুল কাটা রুমাল।

উত্তমবাক। কিছু অনুমান করতে পারছো—এটা কিসের স্মৃতিচিহ্ন ?

চন্দ্রবদন। হঠাৎ ভায়ার সাধ্য নাই অনুমান করে, ওই সুদৃশ্য দ্রব্যটি কোন মহিলা তোমাকে উপহার দিয়াছে—বলো, ইহাই সত্য কি না !

উত্তমবাক। সম্পূর্ণ সত্য। চুমকি যদি কাউকে বিয়ে ক'রে, তবে এই উত্তমবাক দত্তকেই করবে। আমাদের প্রেম চিঁ—চিঁ—চিঁ—

আনন্দবাজার। তোমাদের প্রেম চিঁচিঁ করবে না তো কি গর্জে উঠবে?

উত্তমবাক। চিঁচিঁ নয়। আমাদের প্রেম চিঁড়ে মুড়কির মত নির্ভেজাল।

আনন্দবাজার। জীবনে তো কোনদিন কোন মেয়ের ভালোবাসা পাওনি—কে একটা ফুলকাটা রুমাল দিয়েছে, আর তাতেই ভেবেছো—

উত্তমবাক। এ সব ভাবাভাবির ব্যাপার নয়—হৃদয়ের ব্যাপার। 'আমরা দুজনে ভালোবাসায় ডুব দিয়েছি, বলুক না ছাই কুজনে'।

আনন্দবাজার। আমি কি তোমার ব্যঙ্গের ধার ধারি! দ্যাখো—ভালো ক'রে দ্যাখো—তোমাদের হার্ট এ্যাটাক করবে ব'লে আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। [একটা ফুলের মালা পকেট থেকে বার করে]

চন্দ্রবদন। তোমাকেও কি একই নারী প্রেমের অভিজ্ঞান স্বরূপ ঐ দ্রব্যটি অর্পণ করিয়াছে?

হঠাৎ। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল—চুমকির মত মেয়ে ওকে দিতে যাবে মালা! তা হলে বুঝতে হবে পৃথিবীর বয়স…ফুরিয়ে এসেছে—সেখানে শুধু দুর্বলের আধিপত্য।

উত্তমবাক। অসম্ভব।

হঠাৎ। কি অসম্ভব?

উত্তমবাক। আনন্দকে চুমকি মালা দিতে পারে না।



আনন্দবাজার। তোমরা আর হাসিও না পাঁচু।

উত্তমবাক। পাঁচু! কথাটা কাকে বলছো?

আনন্দবাজার। তোমাকে।

উত্তমবাক। পাঁচু—আমাকে?…আজ…মেরেই ফেলবো।

চন্দ্রবদন। আহা—কী করিতেছ?

উত্তমবাক। না-না, তাব'লে আমাকে পাঁচু—

চন্দ্রবদন। উত্তম, মস্তিষ্ক শীতল করিয়া শ্রবণ কর চুমকি তোমাকে ফুলকাটা রুমালটি দিয়াছে ইহাও যেমন সত্য, আনন্দকে মাল্য অর্পণ করিয়াছে ইহাও তেমন সত্য। কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে তোমাদের কাহাকেও সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

উত্তমবাক। তবে কি হইতে প্রমাণিত হইবে?

চন্দ্রবদন। উত্তম বিদ্রূপ করিও না—বয়স বড়ই অল্প, চিত্ত ততোধিক চঞ্চল। নিঃশব্দে অবস্থান কর। সময়ে ফলাফল দেখিতে পাইবে। …আর ভালোবাসার মর্ম উপলব্ধি করা—অগভীর বয়সের ধর্ম নহে।

আনন্দবাজার। তুমি যেভাবে কথাবার্তা বলছো, মনে হচ্ছে সে যেন তোমাকেই বরণ করবে।

হঠাৎ। হতেও তো পারে। ইতিহাসে এ-রকম উদাহরণ যথেষ্ট রয়েছে—কাজেই চন্দ্রবদনবাবুর ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হতে কতক্ষণ! কী—! ঠিক বলিনি?

চন্দ্রবদন। সঠিক বলিয়াছ।

হঠাৎ। না—ঠিক বলিনি। চুমকি যদি কাউকে ভালোবেসে থাকে, তবে সে—আমাকে। তোমরা লক্ষ্য করনি—তার দেহ এবং কথা-

বার্তার মধ্যে কিরকম একটা তেজ আছে! সেই তেজের যোগ্যতম অধিকারী কে—এই প্রশ্নই আমি রাখতে চাই বন্ধুগণ!

উত্তমবাক। বন্ধু কেউ নেই, এ-ব্যাপারে সবাই শত্রু।

চন্দ্রবদন। আমি মিলিটারির মানব। আমাকেও গোলোক ধাঁধায় ফেলিতেছ!···কিন্তু, তোমাকে তো, চুমকি কিছু প্রদান করে নাই—!

হঠাৎ। কে বললো দেয় নি! সে আমাকে এক দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়েছে—যার কাছে রজনীগন্ধার মালা তুচ্ছ—তুচ্ছ আকাশ—তুচ্ছ বাতাস—!

উত্তমবাক। ভণিতা রেখে সোজাসুজি বলো না তোমাকে সে কি দিয়েছে?

হঠাৎ। সে আমাকে হৃদয় দিয়েছে। সে আমাকে একটি শব্দ উপহার দিয়েছে। সে আমাকে বলেছে ডার্লিং!

উত্তমবাক। ডার্লিং! ডার্লিং বলেছে, তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেছে! আমাকে তো কতো কথাই বলেছে—আমাকে বলেছে—

আনন্দবাজার। কি বলেছে!

উত্তমবাক। পরে বলবো।

চন্দ্রবদন। রোমিও, তোমাকে কিছু সমর্পন করে নাই? ভো রোমিও—

রোমিও। এ্যাঁ! ক-টাকা চাই—দুশো···, পাঁচশো···, হাজার—?

উত্তমবাক। আরও বেশী টাকা খরচ হবে···বিয়ে বলে কথা।

রোমিও। তোমাকে আর একটা টাকাও দিচ্ছিনা—আসল দূরে থাক, সুদটাও মিটিয়ে দিলে না?



উত্তমবাক। দেবো দাদা, এবার ঠিক দিয়ে দোব।

রোমিও। তাহলে আমিও আবার ধার দোব—যত চাইবে। তবে সুদটা একটু বেশী লাগবে—টাকায় কুড়ি পয়সা।

[ অতএব-এর প্রবেশ ]

উত্তমবাক। ওটা উল্টে দিয়ে কুড়ি পয়সায় এক টাকা করে দাও না!

রোমিও। আমার ব্যবসা নিয়ে ঠাট্টা কোরোনা উত্তম। প্রয়োজন হলে তুমি আমার গ্র্যাণ্ডফাদারকে নিয়ে ইয়ার্কি মারতে পারো।

উত্তমবাক। সুদের ভিতর থেকে বেশ রস বেরোচ্ছে তো! গ্র্যাণ্ডফা—ফা—

[ এই কথার ওপরেই স্বাবলম্বীর প্রবেশ। ]

চন্দ্রবদন। সুস্বাগতম! আমরা কেহই বুঝিতে পারিতেছি না—কি কারণে আপনি আমাদের এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে এই স্থানে মিলিত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন!

স্বাবলম্বী। একটুখানি সবুর করুন, মেওয়া ফলাচ্ছি। তোমরা যে যার জায়গায় বোসো। কেউ—

[ চুমকি প্রবেশ করে। তাকে দেখে রোমিও বেরিয়ে যাচ্ছিল— ]

এই, কোথায় যাচ্ছ? বোসো।

চুমকি। আমার কথাটা শুনলে কিন্তু ভালো হ'তো! ওদের কারও কোন দোষ নেই—যা হয়েছে আমার জন্যে।

স্বাবলম্বী। তুমি কোন কথা বলবে না—যা বলবার একা আমি বলবো।

হঠাৎ। ভূমিকা মুলতুবি রেখে কী বলবে তাড়াতাড়ি বলেই ফেল না—।

স্বাবলম্বী। তোমাদের এতখানি সাহস!···আমার দলের বয়স্য, না, সদস্য হয়ে তোমরা কিনা একজন তরলা সরলা অবলা বালাকে প্রেমপত্র দাও—?

হঠাৎ। কে সেই তরলা সরলা?

স্বাবলম্বী। যে মরালী এখানে জিহ্বা, না,···গ্রীবা উঁচিয়ে রয়েছে।

অতএব। কী বলছেন মিস্টার ঘোষ! হোয়াট টেলিং? সরষের মধ্যেই ভূত? গবলিন ইনি দি মাস্টার্ড!

স্বাবলম্বী। না-না মশায়, নাটকের দল করার নেশা আমার ছুটে গেছে। এখন এই প্রকাশ্য সমারোহে, সমাবেশে তোমাদের বিচার করে আমি ছুটি নেবো। গত ১৩ই আগস্ট আনন্দ চুমকিকে এই চিঠিটা দিয়েছিল!···নিজেই পড়ো।

অতএব। উপযুক্ত আবেগ দিয়ে পড়বে—উইথ কারেক্ট ইমোশন্।

আনন্দবাজার। সু, আমি আনন্দ, আনন্দ দেওয়াই আমার কাজ।

অতএব। নো-নো; কারেক্ট ইমোশন্।

স্বাবলম্বী। আপনি থামুনতো—এটা নাটক নয়—, পড়ো।

আনন্দবাজার। তোমার মত এমন ভীমপলশ্রী নারী আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

স্বাবলম্বী। এটা কোন শ্রেণীর বিশেষণ?

আনন্দবাজার। নিউ আলট্রা-রোম্যান্টিক—তবে যাই বলো দাদা—নিজের একান্ত ব্যথা সকলের সামনে শোনানো ঠিক হচ্ছেনা কিন্তু।

স্বাবলম্বী। ফাজলামি কোরো না—শেষ পর্যন্ত পড়ে যাও।

আনন্দবাজার। সু, ওগো আমার সু-সু, তোমার ঐ কাজলকালো চোখের, পাখির মত চাহনি দেখে আমি হারিয়ে গেছি দূরে,



বহুদূরে। তোমার রূপ ভোরের শিশির নয়—আকাশের চন্দ্রিমা, তোমার মন কানের ঝুমকো নয়, ফাগুনের আবেশ—তোমার ভালোবাসা শরতের মেঘ নয়, আকাশের ধ্রুবতারা।···কেমন লাগছে দাদা?

অতএব। এটা নাটক নয়।

আনন্দবাজার। এ্যাঁ! হ্যাঁ—।···সু, ওগো আমার সু-সু, তোমার প্রেমের মধ্যে এমন একটা গভীরতা আছে, এমন একটা পবিত্রতা আছে—যা মিলনকে করে তোলে স্বর্গীয়। তোমার আঁখিপল্লব, তোমার নরম ওষ্ঠাধর, তোমার পেলব কটিতট—

স্বাবলম্বী। ওটুকু বাদ দিয়ে শেষটা পড়ো।

অতএব। কেন, বাদ দেবে কেন মিস্টার ঘোষ? হোহাই সেনসারিং? (কাছে গিয়ে চিঠির ভাষা পড়ে শিউরে উঠে) ওরে বাবা—বাদ দিয়েই পড়ো।

আনন্দবাজার। বিশ্বাস কর সু, তোমাকে আমি যেমন ভালোবেসেছি—এমন আগমার্কা ভালোবাসা কাউকে দিইনি।

স্বাবলম্বী। ব্যাটা ভালোবাসার মনুমেন্ট।

অতএব। এমন চিঠি লিখেছে, যেন এই প্রথম একটি মেয়েকে ভালো-বেসেছে! সো লেটার রাইট এ্যাজ ফার্স্ট লাভ!

আনন্দবাজার। আজ্ঞে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জীবনে আমি অন্য কাউকে প্রেয়সীর আসনে বসানোর স্বপ্ন দেখিনি!

স্বাবলম্বী। কিন্তু হঠাৎ আমাকে বলেছে—তুমি এর আগে অনেক নারীকে মিথ্যে ভালোবাসার সঙ্গীতে, ফন্দিতে ফাঁসিয়েছো!

আনন্দবাজার। ডাহা মিথ্যে কথা।

হঠাৎ। কী, মিথ্যে কথা। তুমি ললিতমোহন স্ট্রীটের তরলাকে, বাগবাজারের বনানীকে, কালাচাঁদ লেনের কলাবতীকে প্রতারণা করোনি? উত্তর দাও—তাদের কোন ক্ষতি করো নি?

স্বাবলম্বী। ওর আর উত্তর দেওয়ার মত কিছু নেই।

হঠাৎ। হাঃ হাঃ—সংসার অরণ্য বড়ই জটিল!

স্বাবলম্বী। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছে—হঠাৎ মুখার্জী।

হঠাৎ। নারী—বিশ্বাসঘাতিনী! এই কি তোমার প্রতি বিশ্বাসের প্রতিফল?—বিশ্বাসঘাতিনী!

চুমকি। বিশ্বাস কর হঠাৎ—চিঠিগুলো আমি নিজের হাতে তুলে দিইনি। কী করে যে—

হঠাৎ। থাক্ থাক্—বৃথা বাক্যব্যয়ে কাজ নেই। আমারই ভুল হয়েছে—না জেনে শুনে কালনাগিনীর সঙ্গে—

উত্তমবাক। আমি একটুখানি বাইরে যাবো আন্টি?

[ উত্তম এই সংলাপটি অসম্ভব তৎপরতার সঙ্গে বলেই পালাতে যাবে ]

স্বাবলম্বী। না, কেউ যাবে না!…নাও, পড়ো—

হঠাৎ। আচ্ছা গুরু—এটা এখানে পড়ে শোনানোর কোন মানে হয়?

স্বাবলম্বী। সেটা আমি বুঝবো। তুমি পড়ো, তোমার কোন ভয় নেই।

হঠাৎ। ভয়? ভয় কাকে বলে হঠাৎ মুখার্জী জানে না—একথা তো বহুবার বহুভাবে বলেছি। আমি যুবক, চুমকিদেবীও যুবতী—একজন যুবক যদি একজন যুবতীকে প্রেম-পত্রিকা পাঠায়, এর মধ্যে দোষ কোথায়?



স্বাবলম্বী। শুরু কর। দোষগুণ পরে দেখছি।

হঠাৎ। ডার্লিং, তোমাকে লেখা আমার এই প্রথম পত্র—এতে হয়তো অনেক ভুল থাকবে, অনেক উচ্ছ্বাস থাকবে, সেগুলো তুমি সংশোধন করে নিও। তুমি যে আমাকে ভালোবাসবে—আমি যে তোমাকে অসংখ্য শত্রুর মধ্যে থেকে নিজের ক'রে গ্রহণ করতে পারবো—এসব ভাবনা আমার ভাবনার অতীত ছিল।…তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করবো।…প্রয়োজন হলে আমি বন্দুকের গুলিকেও পরোয়া করবো না। শুধু তুমি তোমার অভিভাবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দাও—দেখি তামাম দুনিয়ার কী ক্ষমতা আছে আমার কবল থেকে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যায়!

আনন্দবাজার। সে গুড়ে বালি, তোমার কীর্তি আমার আর জানতে বাকী নেই! লজ্জা করে না তোমার—একটা মেয়ের সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিতে!

হঠাৎ। ওঃ! কী হীন ষড়যন্ত্র! দেখেছো গুরু দেখেছো—আনন্দর স্পর্ধা ছাখো—যদি আদেশ কর, এই মুহূর্তে আমি ওর পাপজিহ্বা কর্তন করে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসি।

স্বাবলম্বী। তুমি যে যোগাযোগ, অভিযোগ করলে তার প্রমাণ দিতে পারবে?

আনন্দবাজার। প্রমাণ ছাড়া আনন্দবাজার পথে নামে না ঘোষদা। এই ছাখো লটকা আর জুলফি যাওয়ার সময় আমাকে সব জানিয়ে গেছে।

[ আনন্দবাজার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে স্বাবলম্বীকে দিল ]

স্বাবলম্বী। সে কি! ওরা কি দল ছেড়ে দিলো নাকি?

আনন্দবাজার। সেইরকমই তো মনে হলো! বেশ ক্ষেপে রয়েছে দেখলাম। জুলফি কী যেন একটা কথা বললো,—ও হ্যাঁ—বললো, পোস্টার লাগাবো আমরা আর প্যাটিস্ খাবে তোমরা!

স্বাবলম্বী। হুঁ—। হঠাৎ তুমি বোসো। উত্তম এদিকে এসো।

উত্তমবাক। আমাকে পাঁচশো উঠ্-বোস্ করতে বলুন—কিন্তু চিঠি পড়তে বলবেন না দাদা।

স্বাবলম্বী। পড়ো।

অতএব। সবাই কি চিঠি দিয়েছে নাকি?

স্বাবলম্বী। ধীরে সজনী, ধীরে রজনী ধীরে।···কই, পড়ো।

উত্তমবাক। অতএবদা আমারটা পড়ে দাওনা।

অতএব। না—না, নিজের সিলেবাস নিজে কমপ্লিট কর।···স্টার্ট—

উত্তমবাক। প্রিয়তমাসু, আমার বড় ভয় হয়। ভগবানের অশেষ করুণায় তোমাকে পেয়েছি—তোমাকে পেয়ে আমার মন উঠেছে ভরে—আমার যৌবন হয়েছে ধন্য। জানিনা, তুমি এই মিষ্টি বিকেলে কোথায় কী করছো!

স্বাবলম্বী। তোমার জন্য কবর খুঁড়ছে হতভাগা!

উত্তমবাক। হ্যাঁ—। হয়তো দক্ষিণের জানালায় বসে ভালোবাসার গান গাইছো। হয়তো ভাবছো—

স্বাবলম্বী। তাড়াতাড়ি পড়ো।···একি! তোমার চোখ ছলছল করছে কেন?



উত্তমবাক। কোন ভয় নেই। আমি তো আছি।

[ বলেই চুমকিকে আশ্বস্ত করতে এগিয়ে যায়—পরক্ষণেই স্বাবলম্বীর ধমক খেয়ে ফিরে আসে ]

স্বাবলম্বী। এ্যাই—। শেষ কর।

উত্তমবাক। তোমাকে পূর্ণরূপে পেলে আমি ছাত্র পড়ানো ছেড়ে দোবো। তোমাকে পেলে আমি সদাসর্বদা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকবো। তোমাকে পেলে আমি অভিনয় জন্মের মত ছেড়ে দোবো। ছেড়ে দিয়ে আ—আ—

স্বাবলম্বী। আন্দামানই তোমার উপযুক্ত স্থান।···আচ্ছা—তুমি মাধ্যমিকে বাংলায় কত নম্বর পেয়েছিলে?

উত্তমবাক। বাংলায়?

স্বাবলম্বী। হ্যাঁ—কত পেয়েছিলে?

উত্তমবাক। বত্রিশ।

স্বাবলম্বী। এই চিঠি তুমি লিখেছ?

উত্তমবাক। ভাই লিখে দিয়েছে—ভালো হয়নি?

স্বাবলম্বী। খুব ভালো হয়েছে—ট্যাড়স একটা;—

উত্তমবাক। ভিটামিন আছে।

স্বাবলম্বী। বোসো। অতএববাবু, আমি এই তিনজনের মধ্যে একজন মাত্র আসল শ্রমিক, না—প্রেমিক খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু এই সময় চন্দ্রবদনবাবুর কথা মনে এসে গেল—উনি বলেন ভালোবাসাবাসি দু'পক্ষের মতের ওপর নির্ভর করে। উত্তম—

উত্তমবাক। আজ্ঞে—?

স্বাবলম্বী। চুমকি কি তোমাকে কোনো চিঠি দিয়েছে?

উত্তমবাক। না। ওর কথার সাক্ষী এই ঘরের চেয়ার, এই ঘরের দেয়াল, এই দরজা, এই—

স্বাবলম্বী। আরশোলা, টিকটিকি। বুঝেছি। অতএববাবু আপনি আপনার ইচ্ছেমতো এদের শাস্তি দিন—শাস্তি দিন।

আনন্দবাজার। যদি অপরাধ করে থাকি—

উত্তমবাক। শাস্তি দিন।

আনন্দবাজার। উপায় তো নেই।

উত্তমবাক। মাথা পেতে নেবো।

অতএব। যাও, এরকম আর কোনোদিন কোরো না—ডু নট্ ডু নেভার।

স্বাবলম্বী। হঠাৎ, তুমি কিছু বলবে?

হঠাৎ। আমি নিজে জানি, আমি যা করেছি—তা কালাতীত ইতিবৃত্তের সামিল—মিথ্যা শাস্তি গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত নই। শাস্তি যদি নিতেই হয় অন্তিমকালে দেখা যাবে—এখন নয়।

অতএব। যাও—তোমাকেও ক্ষমা করে দিলাম—গিভিং এক্সকিউজ।

স্বাবলম্বী। কিন্তু চন্দ্রবদনবাবু কি ক্ষমার যোগ্য?

অতএব। উনি আবার কি করলেন? ডিড্ হি হোয়াট?

স্বাবলম্বী। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন। চন্দ্রবদন, একি! উনি কখন ঘুমিয়ে পড়লেন? উত্তম, ওঁকে ডেকে দাও তো।

উত্তমবাক। এই যে চ-চ-চ—

চন্দ্রবদন। কী হইয়াছে!…কী কারণে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিলে?

স্বাবলম্বী। এই কারণে। আপনি চুমকিকে এই পত্রটি দিয়েছিলেন—পড়ুন আমরা শুনি।

চন্দ্রবদন। কী, যা ইচ্ছা তাই বলিতেছেন?



স্বাবলম্বী। আপনার সাহস তো কম নয়—খোলা পোস্টকার্ডে মনের কথা লিখে পাঠিয়েছেন?

চন্দ্রবদন। ওঃ বজ্র, তুমি কি মস্তক চিনিয়া লইতে ভ্রমে পড়িয়াছো? অনুধাবন করুন, মনের অভ্যন্তরে কোনো নারীকে লাভ করিবার গোপন ইচ্ছা থাকিলেও থাকিতে পারে এবং তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাকে ব্যক্ত করা এবং নির্লজ্জের মত খুলিয়া লেখা? না—ইদৃশ শিক্ষা আমি বংশ হইতে পাই নাই! বিশেষত আমার পদযুগল যখন গঙ্গার দিকে বর্ধিত হইতেছে।

স্বাবলম্বী। নিন পড়ুন। লেকচার পরে দেবেন।

চন্দ্রবদন। ডিয়ার চ্যাটার্জী—। ছিঃ ছিঃ—এ হেন অশ্লীল সম্বোধন!

স্বাবলম্বী। পড়ুন।

চন্দ্রবদন। তোমার চেহারা মাইরি কতই না লাভলী! তোমাকে দেখিলে শ্লা আমি সহজেই যৌবনে ফিরিয়া যাই। মাইরি, তুমি যখন হাসিয়া হাসিয়া হাঁটিতে থাক, বেতগাছের মত দুলিতে থাক—কী বলিব মেরী জান—!

স্বাবলম্বী। পড়ুন—পড়ুন।

চন্দ্রবদন। কী, পড়ুন পড়ুন করিতেছেন? আপনার মস্তিষ্কে কি এই চিন্তা আসিল না যে আমার লেখায় শ্লা মাইরি কোথা হইতে আমদানী হইবে!

স্বাবলম্বী। তাইতো!

আনন্দবাজার। এ মনে হচ্ছে, লটকাদের কাজ।

স্বাবলম্বী। ঠিক বলেছ।…কিছু মনে করবেন না চন্দ্রবদনবাবু। আপনি বসুন। রোমিও—

7th

রোমিও। আমি কিছু করিনি। আমাকে ছেড়ে দিন স্যার।
স্বাবলম্বী। তুমি কোন পত্রাঘাত করনি ?
রোমিও। আজ্ঞে না—আঘাত করবার মত আমার ক্ষমতা নেই। চুমকিদেবী আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল—এই নিন।
স্বাবলম্বী। আর কিছু আছে ?
রোমিও। একটা আংটি—এই নিন ··আমাকে কিছু বলবেন না—আমি চলে যাচ্ছি।
স্বাবলম্বী। কোথায় যাবে—সিডনী, না, বুলগেরিয়া ?
রোমিও। বাপের বাড়ী—[redacted] ঢাকুরিয়া,
স্বাবলম্বী। কোথাও যেতে হবে না—জায়গায় গিয়ে বোসো।··· চুমকি, —এটা বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বে।
চুমকি। আমি পারবো না।
স্বাবলম্বী। তা বললে তো চলবে না ডার্লিং।
চুমকি। আমাকে ওরা রিসার্চে সাহায্য করেছে, তাই—
স্বাবলম্বী। আহা—আমি তো সবই জানি—তুমি কানামাছি, বৌবসন্ত সব একসঙ্গে খেলেছো—কিভাবে বুড়ি ছুঁয়েছো সেটা শোনাও।
চুমকি। ওগো আমার পরম সখা
পাগলকরা রোমিও,
চিঠির ভাষায় লেখা কথায়
ভুল যদি হয় ক্ষমিও।
রক্তকণায় যখন তখন
উছলে ওঠে নদী,
শীত বরষায় তুমি আমার
পাশে থাকো যদি।



স্বাবলম্বী। বুঝেছেন অতএববাবু—গদ্যের পালা শেষ—এবার কবিতা।
চুমকি। আ-হা!
হয়তো কোথাও পুবজনমে
দেখেছিলেম তোমায়,
তারই টানে আসছে জোয়ার
প্রেমের দ্বারকায়।
আমি আর পারছি না গো
সইতে এতো জ্বালা,
প্রতীক্ষাতে রয় শবরী
কখন পাবে মালা।
সন্ধ্যেবেলা মিনার্ভাতে
আসতে হবে আজই।
মুখোমুখি থাকলে হৃদয়
কোথায় যাবে কাজী।
ভালোবাসার ব্যারেজ খুলে
স্নান করাবো তোমায়,
সারাজীবন থাকবো সবুজ
আঁধার কিংবা আলায়।
স্বাবলম্বী। তুমি মিনার্ভাতে ওর সঙ্গে দেখা করেছিলে ?
রোমিও। আজ্ঞে না।
স্বাবলম্বী। ভেরী গুড্। তুমি আমার কাছে এসো—চুমকি, শোনো—
[ স্বাবলম্বী রোমিও আর চুমকিকে ডেকে পাশাপাশি

দাঁড় করিয়ে অতএবকে ডাকবে। সবাই অবাক, হলো কী! ]

অতএববাবু, আমার একমাত্র শ্যালিকা চুমকির হাতটা রোমিওর হাতে প্রত্যর্পণ, না সমর্পণ করে দিন।

চন্দ্রবদন। এই কলিকা, আপনার শ্যালিকা?

স্বাবলম্বী। তাই তো জানি।...কী! অস্বীকার করছো নাকি?

চুমকি। অসভ্য।

স্বাবলম্বী। হাঃ হাঃ রোমিও হারিয়াপ্!

রোমিও। দেখুন, আমার ব্যবসার ক্ষতি করা কি আপনার উচিত হচ্ছে?

অতএব। সেকথা পরে ভাবা যাবে—উইল থিংক আফটার!...একি, হাত কাঁপছে কেন—হোয়াই ট্রেম্বলিং?...তোমরা আজ, যারা এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলে না—তারা নিরাশ না হয়ে চেষ্টা করে যাও—নট্ নারভাস্ ট্রাই ডু—একদিন না একদিন কৃতকার্য হবেই—সিওর সাকসেস্ ওয়ান ড্যে।

উত্তমবাক। না—না, নিরাশ হওয়ার তো কিছু নেই—কম্পার্টমেন্টাল আছে না? সবাই বলো—আগামী দিন দিচ্ছে ডাক—অবিবাহিত নিপাত যাক্।

[ সবাই শ্লোগান দিতে দিতে পিছনে গিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে ফ্রিজ হয়ে যায়। চুমকি রোমিওকে কাছে ডাকে। ]

চুমকি। কাছে এসো।

রোমিও। ছিঃ, অমন কথা বলে না।



চুমকি। আমি বলবো না তো কে বলবে? কাছে এসো।

রোমিও। আচ্ছা বলতো, সাতটাকা হারে সাতশো টাকার সাতশো সাতাত্তর দিনের সুদ কত?

চুমকি। সাতটা সিল্কের শাড়ী।

রোমিও। আচ্ছা—আমি তোমার কে?

চুমকি। তুমি আমার ন্যাশনাল ব্যাংক।

রোমিও। কি বললে?

চুমকি। তুমি আমার গ্র্যাণ্ড হোটেলের ফ্ল্যাট।

রোমিও। হিহিঃ বলো বলো।

চুমকি। তুমি মিড্ল্ ক্যালকাটার পাঁচ কাঠা জমি।

রোমিও। আর তুমি আমার—। জামাইবাবু!

[ স্বাবলম্বী এগিয়ে আসে। ]

স্বাবলম্বী। কি যেন বলতে এলাম! হ্যাঁ—চুমকি ভেবে দেখলাম, বিয়ের পর তোমাদের আর নাটক করা চলবে না।

চুমকি। আবার নাটক করবো কেন?...কিন্তু জামাইবাবু, আমরা দু'জন কদিনের জন্যে বাইরে ঘুরে আসতে চাই।

রোমিও। না-না, এখন থাক্।

চুমকি। হ্যাঁ—হ্যাঁ এখনই।

স্বাবলম্বী। বেশ তো, তোমরা হনিমুন করতে যাও লণ্ডনে—

চুমকি। না, প্যারিস।

স্বাবলম্বী। সেটা তোমরাই ঠিক কর।...মোট কথা ফরেন না ঘুরে এলে বাঙ্গালীকে কাঙ্গালী, সরি, বাঙ্গালী বলে মানায় না ব্রাদার। ...এসো।

[ ফ্রিজ ভেঙ্গে অতএব সম্মুখ মঞ্চে দাঁড়ায়। ওরা ফ্রিজের বাইরে। ]

৭২ অতএব। নো প্রবলেম্। আজ এ দলটা ভেঙ্গে গেল, তো হোলো কী! কাল সকালে পাশের গলির দলে যোগ দোবো—উইল জয়েন সাইড্ লেন পার্টি···নো প্রবলেম্।

৭৩ হঠাৎ। আমরা কোথায় যাব ?

৭৪ অতএব। তোমরা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে—উইল ফলো মাই লেগ্।

৭৫ উত্তমবাক। নোট্ ডাউন প্লীজ। আমরা আমাদের কাজের জন্যে দুঃখিত। আপাতত খেল খতম—পরে দেখা হবে।

[ পর্দা পড়ুক অথবা আলো নিভুক। ]